Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ৩০ day of এপ্রিল **, ২০২৪**

Other Suit No. ১২৮২/ ২০২১

নেপাল জলদাশ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আনোয়ারা বেগম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৭/০৭/১৬ খ্রিঃ, ২৩/১০/১৬ খ্রিঃ, ২০/০২/১৭ খ্রিঃ, ১৪/০৫/১৭ খ্রিঃ, ২৭/০৭/১৭ খ্রিঃ, ১৬/১১/১৭ খ্রিঃ, ০৬/০৩/১৮ খ্রিঃ, ০৭/০১/২০ খ্রিঃ, ১২/০৩/২০ খ্রিঃ, ১৪/০১/২১ খ্রিঃ, ৩০/০৬/২২ খ্রিঃ, ১৮/০৯/২২ খ্রিঃ, ১৯/১০/২২ খ্রিঃ, ০২/০২/২৩ খ্রিঃ, ২৯/০৩/২৩ খ্রিঃ, ২৯/১১/২৩ খ্রিঃ ও ১৯/০২/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব বলরাম কান্তি দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মুকুল কান্তি দেব Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) নালিশী আর. এস. ৪৩৩/ $\frac{৪৩৩}{\text{ক }৫২৭}$ দাগাদির ২২+০২=২৪ শতক ভূমির মূল মালিক ছিলেন জনৈক শ্রী হরি, কৈলাশ চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র, ও মথুরা রাম গং। তৎ মতে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. $\frac{৪৩০}{\text{ক }৫২৭}$ দাগের ০২ শতক ভূমি কৈলাশ চন্দ্র গত ২৮/০৫/১৯৩২ ইং তারিখের কবলা মূলে ১ নং বাদীর পিতা অর্পনাচরণ পাতরের নিকট বিক্রয় করেছিলেন। আর. এস. খতিয়ানের মন্তব্য কলামে উহা সুস্পষ্টভাবে লিপি আছে। অর্পনার পরবর্তী প্রজন্ম পাতার উপাধি ছেড়ে জলদাশ গ্রহন করেন।

নালিশী আর. এস. খতিয়ানের উক্ত ভূমির খাজনা বকেয়া হলে জমিদার উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় গং পটিয়া তৃতীয় মুন্সেফী আদালতে ১০৭৩/১৯৩৮ ইং নম্বর কর মোকদ্দমা করেন। পরবর্তীতে করজারী ৫১৭/১৯৪১ ইং নম্বর মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তি নীলাম হইলে অর্পনা পাতর পুত্র ক্ষেত্র মোহন এবং সতীশ চন্দ্রের পুত্র চন্দ্র হরি পাতর নীলাম খরিদ করেন এবং ১৪/০৩/১৯৪২ ইং তারিখে বয়নামা ও দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে আবার ক্ষেত্রমোহন গং খাজনা বকেয়া রাখায় উপরিস্থ জমিদার পীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় গং বাদী হয়ে ক্ষেত্রমোহন গং দের বিরুদ্ধে ৯১৪/১৯৪৬ নং কর মোকদ্দমা দায়ের করেন। করজারী ২৯৭/১৯৪৬ ইং নম্বর মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তি নিলাম হলে অভয়াচরন সিংহ গত ০৯/১১/১৯৪৬ ইং তারিখ নীলাম খরিদ্দার এবং ০১/০৫/১৯৫০ ইং তারিখে বয়নামা দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন।

২) উক্ত সম্পত্তি অভয়াচরন সিংহ গত ১১/১১/১৯৫০ ইং তারিখের কবলামুলে ১নং বাদীর মাতা সীতা সুন্দরী পাতর রানীর নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত সীতা সুন্দরী পাতরানী মরণে তৎ দুই পুত্র ১ নং বাদী ও ক্ষেত্রমোহন ওয়ারিশ হন। ক্ষেত্র মোহন মরণে দুই পুত্র ৫/৬ নং বাদী ওয়ারিশ থাকেন। উক্ত মতে নালিশী দাগ দুইটির মোট ২৪ শতক ভূমিতে বাদী ১২ শতক এবং ৫/৬ নং বাদী অবশিষ্ট ১২ শতক প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন।

৩) বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, ১ নং বাদী তৎ স্বত্ব হইতে গত ২০/০৫/১৯৮২ ইং তারিখে ৮৮৭৫ নং কবলামুলে বিবাদীর নিকট নালিশী দাগের আন্দর ৬ শতক ভূমি বিক্রয় করেন। উক্ত দুইটি নীলাম সূত্রে নালিশী আর. এস. খতিয়ানের রায়তদের স্বত্ব নিঃশেষ হলেও উল্লেখিত রায়ত মধুরা রাম পাথর গত ০৭/০২/১৯৫৭ ইং তারিখের ৭৮৪ নং পাট্টা মূলে নালিশী আর. এস. ৪৩৩ দাগের আন্দর ১১ শতক ভূমি রায়তী বন্দোবস্তী প্রদান করেন। অথচ গত ০৪/০৬/১৯৫৬ ইং তারিখে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরের মাধ্যমে জমিদারী স্বত্ব সরকারের উপর ন্যস্থ হওয়ায় পাট্টাটি আইনতঃ অবৈধ ও অকার্যকর গন্য বটে। কথিত পাট্টার অনুবলে উক্ত মোহিনী পাতর নালিশী দগে ১১ + ১ শতক ভূমি ০৩/০৩/১৯৭৩ ইং তারিখের ১৪৬৫ নং কবলামূলে উত্তরা বালা জলদাশ বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত উত্তরা বালা জলদাশ পুনরায় উক্ত ভূমি ১১/০৫/১৯৭৩ ইং তারিখে ৩৩৭১ নং কবলামুলে হরিবাশী জলদাশ গং বরাবর বিক্রয় করেন। উক্ত দলিল সমূহ মূলে কথিত দলিল গ্রহীতাগণ কোনরূপ বৈধ বা বাস্তব দখল না পাইলেও উক্ত কবলা গ্রহীতাগণ ভিন্ন লোকের নিকট নালিশী দাগস্থিত বাদীগণের শতাধিক বৎসরের পুরোনা ভদ্রাসন বিক্রয় করার প্রস্তুতি ও হুমকীর প্রেক্ষিতে বাদীগণের ভদ্রাসন রক্ষার খাতিরে ১নং বাদী বাধ্য হইয়া উক্ত ১১/০৫/১৯৭৩ ইং তারিখ ৩১৭১ নম্বর কবলার কথিত গ্রহীতা ৪/৫ নং বিবাদী হইতে গত ১১/০২/১৯৭৫ ইংরেজী তারিখে ১০৬৫ নং রেজিঃ কবলা মুলে খরিদ করেন। তবে নালিশী দাগাদির অপর ১২ শতক ভূমিতে ১ নং বাদীর দখল পূর্ববৎ স্থিত থাকে। উক্ত ১০৬৫ নং রেজিঃ কবলা মুলে ১ নং বাদী বা তৎ স্ত্রী নুতন করিয়া কোন স্বত্ব দখল প্রাপ্ত হন নাই। ১নং বাদীর স্ত্রী সতীরানী মারা গেলে তৎ তিনপুত্র ২/৩/৪ নং বাদী ওয়ারিশ থাকেন। হরিবাশী মরনে ২/৩/৬/৭/৮ নং বিবাদী ওয়ারিশ থাকে।

৪) নালিশী দাগাদির মোট ২৪ শতক ভূমিতে, ১ নং বাদীর ৬ শতক এবং ৯ নং বিবাদীর ৬ শতক এবং ৫/৬ নং বাদীর অবশিষ্ট ১২ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দখল স্থিত আছে। বাদীগণ সপরিবারে তামাদির

উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে নালিশী ভূমিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। অপরদিকে নালিশী ভূমিতে বিবাদীগণের বা অন্য কাহারো কোন গৃহাদি স্থিত নাই বা কখনো ছিলনা। নালিশী দাগাদির মোট ২৪ শতক ভূমি চারিদিকে বাউন্ডারী ওয়ালযুক্ত একই কম্পাউন্ডভূক্ত বাদীগণের ও বিবাদীর ভোগ দখলে স্থিত আছে। ২-৮ নং বিবাদী পুকুরের অবিরোধীয় ভিন্ন দাগে স্থিত বসত গৃহাদিতে বসবাস করেন।

৫) নালিশী ভূমি সংক্রান্তে বি. এস. খতিয়ানে ভুলক্রমে ১ নং বাদীর নামে ১২ শতকের স্থলে ৮$\frac{২}{৩}$ শতক এবং ৫/৬ নং বাদীর পিতা ক্ষেত্রমোহনের প্রকৃত স্বত্বাংশ ১২ শতকের স্থলে ৮$\frac{২}{৩}$ শতক রেকর্ড হইয়াছে এবং নিঃস্বত্ববান ৪/৫ নং বিবাদী ও ২/৩/৬/৭/৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী হরি বাঁশীর নামে সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে ভূমি রেকর্ড হইয়াছে। তবে উক্ত ৪/৫ নং বিবাদী তাদের স্বত্বীয় সম্পূর্ণ স্বত্ব ১ নং বাদীর নিকট গত ১৯/০২/১৯৭৫ ইং তারিখে ১০৬৫ নং কবলামুলে বিক্রয় করায় ২/৩/৬/৭/৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী হরিবাঁশী তৎ যাবতীয় উক্ত স্বত্বাংশ উক্ত আহামদ মিয়ার নিকট বিক্রয করিয়া ফেলায় ২-৮ নং বিবাদী নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। ১ নং বিবাদী নালিশী ভূমিতে নিঃস্বত্ববান ২/৩/৪/৫ নং বিবাদী হইতে নালিশী আর. এস. ৪৩৩ দাগের আন্দর ৬$\frac{৩}{৪}$ শতক ভূমি গত ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং কবলামুলে সম্পূর্ণ গোপনে ও ফেরবী উপায়ে খরিদ করেন। গত ০৩/১০/২০০৬ ইং তারিখ উক্ত কবলার সি.সি কপি নিয়ে বাদীগণ সর্বপ্রথম অবগত হন। উক্ত নালিশী ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখে ২১৬২ নং কবলাটি ফেরবী, পণশুন্য, অকার্য্যকর দলিল হয়। উক্ত দলিলমূলে কবলা গ্রহীতা ১নং বিবাদী নালিশী ভূমিতে কোনরূপ স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। নালিশী দলিলাদি একটি কাগুজে দলিল যাহা বাদীগণের স্বত্বের উপর মেঘাবরন সৃষ্টি করিয়াছে। উক্তরূপ মেঘাবরণ অপসারনার্থে বাদীপক্ষে বাধ্য হয়ে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

৬) **অন্যদিকে ১(ক)-১(খ) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** নালিশী আর. এস. ৪৩৩ দাগের সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন শ্রী হরি গং। তৎ মতে রামচন্দ্র পাতরের ৩ পুত্র শ্রীহরি √১৩।/, কৈলাশ চন্দ্র √১৩।/, সতীশ চন্দ্র √১৩।/ এবং ফেলারামের পুত্র মথুরা রামের নামে।।. আনা অংশ লিপিতে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ড শ্রীহরি মরণে এক পুত্র মেঘনাথ এবং মেঘনাথ মরণে ০২ পুত্র হরিবাঁশি ও হরিলাল ওয়ারিশ থাকে। পূর্বোক্ত আর. এস. রেকর্ডী মুথরা রাম তৎ স্বত্বাংশ বিগত সন ০৭/০২/১৯৫৭ ইং তারিখের ৭৮৪ নং পাট্টামূলে মোহিনী পাতরের বরাবরে বন্দোবস্তী প্রদান করেন। মোহিনী স্বত্ব দখলকার থাকাবস্থায় উক্ত দাগের ১১ শতক ভূমি ০৩/০৩/১৯৭৩ ইং তারিখের ১৪৬৫ নং কবলা মূলে উত্তরা বালা তারিখের ৩৩৭১ নং কবলা মূলে হরিবাঁশি জলদাস, হরিলাল জলদাস এবং সমীর জলদাগের নিকট বিক্রয় করেন। হরিবাঁশি জলদাস মরণে ২ পুত্র মতিলাল ও হিরু লাল ওয়াশি থাকে। তৎ মতে তাঁদের নামে বি. এস. খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। উপরোক্ত মতে ২,৩,৪,৫ নং বিবাদীগণ স্বত্ব দখলকার থাকাবস্থায় ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখে আনোয়ারা সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২১৬২ নং

কবলামূলে আর. এস. ৪৩৩ দাগ তৎ সম্পৃক্ত বি. এস. ১৫১৯ দাগের আন্দর ০৬$\frac{৩}{৪}$ শতক ভিটি ভূমি ১নং বিবাদীর নিকট বিক্রী পূর্বক দখলে অর্পন করেন। ১নং বিবাদী খরিদকৃত ভূমিতে বৃক্ষাদি ও ক্ষেত-কৃষি রোপনে ছেদনে ভোগ দখলকার নিয়ত আছেন। তাতে বাদীগণ বা অপর কারো কোনরূপ স্বত্ব স্বার্থ বা দখল নেই এবং থাকতে পারে না। বাদীরা ০৭/০২/১৯৫৭ ইং তারিখে ৭৮৪ নং পাট্টা স্বীকারে ১৯/০২/১৯৭৫ তারিখে ১০৬৫ নং কবলামূলে সম্পত্তি খরিদ করেছেন। এখন সেই পাট্টা ও কবলাকে অকার্যকর দাবি করছেন। প্রকৃতস্বত্ব দখলকার ব্যক্তিগণ থেকে ১ নং বিবাদী কবলা অর্জন করায় উক্ত কবলা ফেরবী বা অকার্যকর উচ্চারিত হবার কোন কারণ নেই। উক্ত কবলা সঠিক যথাযথ ও কার্যকর বটে। বাদীগণ আর্জির ৮নং দফায় ১১/০৫/৭৩ ইং তারিখের কবলা মূলে স্বত্ব অর্জন করে নাই মর্মে দাবী করে। আবার একই দফায় কথিত খরিদ স্বত্বাংশ জনৈক আহামদ মিঞার নিকট বিক্রয় করে নিঃস্বত্ববান হওয়ার দাবী করে এবং সে কারণে হরিবাঁশির ২ পুত্র ২/৩ নং বিবাদী স্বত্ববান নয় মর্মেও উল্লেখ করেন। বাদীর উক্তি সমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অবাস্তব ও বানোয়াট বটে। হরিবাঁশি এবং ০১নং বিবাদীর বায়াগণ প্রকৃত স্বত্ব দখলকার ব্যক্তি বিধায় তাঁদের বি. এস. খতিয়ান চূড়ান্তভাবে রেকর্ড আছে। নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব বা দখল কিছুই নেই। বি. এস. খতিয়ান সর্ম্পকে বাদীগণ পূর্বাপর অবগত থাকা স্বত্বেও তামাদি দর তামাদির দীর্ঘকাল পরে না জানার ভান করে নালিশের মিথ্যা হেতু সৃজন পূর্বক অত হয়রানি মূলক ও ক্লেশকর মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বাদীগণ তৎ প্রার্থীত মতে বা কোনরূপ কোন প্রতিকার পেতে পারে না। এমতাবস্থায় বাদীগণের মোকদ্দমা সব্যয় ডিসমিস করা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ এ বিবাদীর অপূরনীয় ক্ষতি হবে।

৭) **অন্যদিকে ২-৮ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** আনোয়ারা থানাধীন বন্দর মৌজাস্থ নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমির মূল মালিক ছিলেন শ্রীহরি, কৈলাশচন্দ্র, যতীশ, মথুরা রাম জলদাশ। তাহাদের নামে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডি শ্রীহরি জলদাশ মরনে পুত্র মেঘনাথ জলদাশ মালিক হয়। মেঘনাথ জলদাশ ২ পুত্র হরি বাঁশী জলদাশ ও শান্তি রাম জলদাশ প্রকাশ হরিলাল জলদাশ কে রেখে মারা যান। হরি বাঁশী জলদাশ মরনে ২/৩/৬/৭/৮ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। শান্তিরাম জলদাশ প্রকাশ হরি লাল জলদাশ অধীন ৩নং বিবাদী হয়। অধীন ২-৮ নং বিবাদীগণ আর. এস. রেকর্ডি শ্রীহরির ওয়ারিশসূত্রে নালিশী ভূমি দখল করিয়া আসিতেছি। নালিশী তপশীলের দাগাদির ভূমি কতেক বাঁশঝাড় ও খিলা ভূমি হয়। এই বিবাদীগণের অংশে বাদীগণ কিংবা তৎ পূর্ববর্তীগণের কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নাই। বিগত বি. এস. জরীপ সঠিক। বিগত ২৭/০৯/০৬ ইং তারিখে ২১৭৬ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মুলে ১ নং বিবাদীর নিকট ৩।/৩ দন্ড ভূমি হস্তান্তর করা হয়। মোঃ ৩,৫০,০০০/- টাকা মুল্যে বিক্রী করিয়া ০১নং বিবাদীর দখলে ছাড়িয়া দিয়াছি। বাদীগণের আর্জির বর্ণিত কথিত কর মামলা ও করজারি মামলার প্রেক্ষিতে বয়নামা ও দখল দেওয়ানী মূলে নালিশী ভূমিতে বাদীগণ স্বত্ববান ও ভোগ দখলকার হওয়া এবং ১নং বাদীগনের দাবিকৃত বিগত ২০/০৫/৮২ ইং তারিখের কবলা, ০৭/০২/৫৭ ইং, ০৪/০৬/৫৬ ইং, ০৩/০৩/৭৩ ইং ১১/০৫/৭৩ ইং তারিখের কবলাসমূহ , ১৯/০২/৭৫ ইং তারিখের

কবলা ও ২৭/০৯/০৬ ইং তারিখে ২১৭৩ নং রেজিঃকৃত কবলা ফেরবী হওয়ার উক্তি সমূহ সত্য নহে। এই বিবাদীপক্ষ তৎ বিষয় সমূহ সরাসরি অস্বীকার করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

৮) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব ও দখল আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আনোয়ারা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং দলিলটি জাল ফেরবী পনশূন্যে ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকার কিনা?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

৯) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ দিপাল দাশ (P.W.1); বাদল জলদাস (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (D.W.1), শফিউল আলম (D.W.2)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বন্দর মৌজার আর. এস. ২০৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-১
২। ঐ মৌজার বি. এস. ৮৭৭, ৭৭২ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-২ (সিরিজ)
৩। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-৩ সিরিজ)
৪। ৫১৭/৪১ নং করজারী মামলার বয়নামা	প্রদর্শনী-৪
৫। ৯১৪/৪৬ নং করজারী মামলার বয়নামা	প্রদর্শনী-৫
৬। ১৯/০২/৭৫ ইং তারিখের ১০৬৫ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী-৬
৭। ১১/১১/৫০ ইং তারিখের ৩৩৯৪ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী-৭

৮। ০৭/০২/৫৭ ইং তারিখের ৭৮৪ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী-৮
৯। ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-৯

১০) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং মূল কবলার আসল	প্রদর্শনী-ক
২। ২৭/০২/৫৭ তারিখের ৭৮৪ নং পাট্টার সি. সি.	প্রদর্শনী-খ
৩। ০৩/০৩/৭৩ ইং তারিখের ১৪৬৫ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-গ
৪। ২২/১০/৭৩ ইং তারিখের ৩১৭১ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ
৫। ৮৭৭ নং বি. এস. খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ
৬। নামজারী খতিয়ান ১০২৪ এর কপি	প্রদর্শনী-চ
৭। নামজারী খতিয়ান ২৪৪৪ এর কপি	প্রদর্শনী-ছ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১১) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১২) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদির মোট ২৪ শতক ভূমির মধ্যে ১ নং বাদীর ৬ শতক এবং ৯ নং বিবাদীর ৬ শতক এবং ৫/৬ নং বাদীর অবশিষ্ট ১২ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দখল স্থিত আছে।

বাদীগণ সপরিবারে তামাদির উর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে নালিশী ভূমিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোনকালে কোন স্বত্ব দখল ছিল না। ১ নং বিবাদী বিগত ২৯/০৯/২০০৬ ইং তারিখে নালিশী ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের তর্কিত কবলার বিষয়টি প্রকাশ করলে বাদীগণ ০৩/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত কবলার সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে অবগত হন। বিগত ০৩/১০/২০০৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ০৪/১০/২০০৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৩) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ " অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৪) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ**

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং দলিলটি জাল ফেরবী পনশূন্যে ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকার কিনা ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। তফসিলোক্ত নালিশী ১৮ শতক ভূমি বন্দর মৌজার আর এস ২০৯ নং খতিয়ান অন্তর্গত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-১] প্রকাশ মতে নালিশী আর. এস. ৪৩৩/ $\frac{৪৩৩}{ক ৫২৭}$ দাগান্দরে (২২+ ২)=২৪ শতক ভূমির একত্রে ।।. আনা অংশে মালিক ছিলেন জনৈক শ্রী হরি, কৈলাশ চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র, এবং।।. (আট আনা) অংশে মথুরা রাম।

১৫) বাদীপক্ষের দাবিমতে আর. এস. $\frac{৪৩০}{ক ৫২৭}$ দাগের ০২ শতক ভূমি ১ নং বাদীর পিতা অর্পনাচরণ পাতর খরিদসূত্রে মালিক হন। উক্ত দাগের মন্তব্য তে অর্পনাচরণ পাতরের এরুপ খরিদের সত্যতা পাওয়া যায়। বাদীপক্ষের দাবিমতে আর এস ২০৯ খতিয়ানের রায়তগনের স্বত্বীয় ১২ গন্ডা ভূমি বকেয়া খাজনার দায়ে নিলাম হলে অর্পনা চরণ পাতরের পুত্র ক্ষেত্র মোহন এবং সতীশ চন্দ্র পাতরের পুত্র চন্দ্র হরি পাতর নীলাম খরিদ করেন এবং ১৪/০৩/১৯৪২ ইং তারিখে বয়নামা ও দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ১৪/০৩/১৯৪২ ইং তারিখের বয়নামা [প্রদর্শনী-৪] হতে দেখা যায়, জমিদার উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় গং

এর দায়েরকৃত ১০৭৩/১৯৩৮ ইং নম্বর কর মোকদ্দমা ও পরবর্তীতে করজারী ৫১৭/১৯৪১ নম্বর মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তি নীলামে ক্ষেত্রমোহন গং খরিদ করার সত্যতা পাওয়া যায়। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে ক্ষেত্রমোহন গং এর নীলাম খরিদকৃত উক্ত ১২ গন্ডা ভূমি পুনরায় খাজনা বকেয়ার দায়ে নীলাম হলে অভয়াচরণ সিংহ নীলাম খরিদ্দার হন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ০১/০৫/১৯৫০ ইং তারিখের বয়নামা [প্রদর্শনী-৫] পর্যালোচনায় দেখা যায়, জমিদার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ গং এর দায়েরকৃত ৯১৪/১৯৪৬ ইং নম্বর কর মোকদ্দমা ও পরবর্তীতে করজারী ২৯৭/১৯৪৬ নম্বর মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তি নীলামে অভয়াচরন সিংহ খরিদ করেন মর্মে পাওয়া যায়।

১৬) অভয়াচরণ সিংহ উক্ত ১২ গন্ডা ভূমি ১১/১১/১৯৫০ ইং তারিখে ৩৩৯৪ নং কবলা [প্রদর্শনী-৭] মুলে ১নং বাদীর মাতা সীতা সুন্দরী পাতারানীর নিকট বিক্রয় করেছেন মর্মে পাওয়া যায়। ইহা স্বীকৃত যে সীতা সুন্দরী পাতরানী মরণে তৎ দুই পুত্র ১ নং বাদী বিধুরাম জলদাশ ও ৫/৬ নং বাদীর পিতা ক্ষেত্রমোহন ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস ৮৭৭, ৭৭২ ও ৫৭৭ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী- ২, ২(ক) ও ২(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী আর এস দাগাদির ২৪ শতক ভূমি ৮৭৭ ও ৭৭২ নং বি এস খতিয়ানে ১৫১৯ দাগে (১২ + ১০) = ২২ শতক এবং ৫৭৭ খতিয়ানে ১৫১১ দাগে ২ শতক হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। বিধুরাম জলদাশ ও ক্ষেত্রমোহন এর নামে বি এস জরিপ প্রচারিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে বাদীপক্ষ বি এস খতিয়ানে তাদের নামে কম অংশ জরিপ হবার দাবি করেন। বাদীপক্ষের স্বীকৃতমতে ১ নং বাদী ৬ শতক ভূমি ২০/০৫/১৯৮২ ইং তারিখের ৮৮৭৫ নং কবলামুলে ১ বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ ১ নং বাদী ৬ শতক ও ৫/৬ নং বাদী ১২ মিলে মোট ১৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবার দাবি করেছেন।

১৭) অপরদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগে বাদীপক্ষের দাবিকৃত স্বত্ব অস্বীকার করেছেন। বিবাদীপক্ষ নালিশী ২০৯ খতিয়ানের ১২ গন্ডা ভূমি প্রথমত ৫১৭/১৯৪১ নং করজারি মামলা মূলে ক্ষেত্র মোহন গং এবং পরবর্তীতে ক্ষেত্র মোহন গং হতে ২৯৭/১৯৪৬ নং করজারি মামলা মূলে অভয়া চরন সিংহ নিলাম খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হবার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ১৪/০৩/১৯৪২ ইং তারিখের বয়নামা [প্রদর্শনী-৪] পর্যালোচনায় দেখা যায়, জমিদার উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় চৌধুরী গং বাদী হয়ে আর এস ২০৯ খতিয়ানের রায়ত ও তৎ ওয়ারীশদের বিরুদ্ধে কথিত ৫১৭/১৯৪১ নম্বর করজারি মামলা করেছিলেন। কিন্তু ২০৯ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে উপরিস্থ জমিদার ছিলেন নীল কৃষ্ণ রায় গং। করজারি মামলায় নীল কৃষ্ণ নামীয় কোন বাদী পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় উক্ত করজারি মামলার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি। একইভাবে ০১/০৫/১৯৫০ ইং সনের বয়নামায় [প্রদর্শনী-৫] উল্লেখিত ২৯৭/১৯৪৬ করজারি মামলায় জমিদার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ গং কিভাবে বাদী হয়ে উক্ত মামলা করেছিলেন তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বাদীপক্ষ প্রদান করেননি। বাদীপক্ষ দাবিকৃত দুইটি নিলামের সমর্থনে বয়নামা দাখিল করলেও কোন দখল দেওয়ানী দেখাতে পারেননি। দখল দেওয়ানী না থাকায় নীলাম

খরিদ্দার গন নীলামকৃত সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষের দাবিকৃত উক্ত দুইটি নিলাম কার্যকর হয়নি বলে আমি বিবেচনা করি।

১৮) বাদীপক্ষ নালিশী দুইটি দাগের ২৪ শতক ভূমি প্রাপ্তির দাবি করলেও বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ০৭/০২/১৯৫৭ ইং তারিখের ৭৮৪ নং পাট্টা কবলা [প্রদর্শনী-খ] পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী ২০৯ খতিয়ানের রায়ত মথুরা রাম পাথার নালিশী ৪৩৩ দাগে ১১ শতক ভূমি শ্রীমতি মোহনী পাতারানীর নিকট বন্দোবস্তি মূলে হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ বিবাদীর দাবিকৃত ১৯৫৭ ইং সনের পাট্টা দলিল রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন গত ০৪/০৬/১৯৫৬ ইং তারিখে কার্যকর হবার পরবর্তীতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় উহা অবৈধ ও অকার্যকর মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ উক্ত পাট্টা দলিল আইনত অশুদ্ধ দাবি করলেও যেহেতু উক্ত পাট্টা টি একটি রেজিষ্টার্ড দলিল সুতরাং উহার অশুদ্ধতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া মথুরা রাম পাথার উক্ত পাট্টা সম্পাদন করেননি এরুপ দাবি কিন্তু বাদীপক্ষ উত্থাপন করেননি। সুতরাং কথিত পাট্টামূলে ১১ শতক ভূমি হস্তান্তরের বিষয়টি শুদ্ধ ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

১৯) মোহিনী পাতারানী উক্ত ১১ শতক ভূমি ০৩/০৩/১৯৭৩ ইং তারিখের ১৪৬৫ নং কবলা [প্রদর্শনী-গ] মূলে উত্তরা বালা জলদাশ এবং উত্তরা জলদাশ উক্ত সম্পত্তি ২২/১০/১৯৭৩ ইং তারিখের ৩৩৭১ নং কবলা [প্রদর্শনী-ঘ] মূলে হরিবাঁশি জলদাস, হরিলাল জলদাস এবং সমীর গুপ্ত জলদাসের নিকট বিক্রয় করেন। স্বীকৃতমতে আর. এস. রেকর্ড শ্রীহরি মরণে এক পুত্র মেঘনাথ এবং মেঘনাথ মরণে ০২ পুত্র হরিবাঁশি ও হরিলাল ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস ৮৭৭ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-ঙ] পর্যালোচনায় দেখা যায় বি এস খতিয়ান হরিবাঁশির গং দের নামে শুদ্ধরুপে জরিপ হয়েছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা [প্রদর্শনী- ক] পর্যালোচনায় দেখা যায় বি এস রেকডী হরিবাঁশির পুত্র মতিলাল জলদাশ, হিরুলাল জলদাশ, হরিলাল জলদাশ ও সমীর জলদাশ অর্থাত ২-৫ নং বিবাদীগণ ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখে ২১৬২ নং কবলামূলে আর. এস. ৪৩৩ দাগ তৎ সামিল বি. এস. ১৫১৯ দাগের আন্দর ০৬$\frac{৩}{৪}$ শতক ভিটি ভূমি ১নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

২০) উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ নালিশী ২০৯ খতিয়ানের ১২ গন্ডা ভূমি প্রথমত ৫১৭/১৯৪১ নং করজারি মামলা মূলে ক্ষেত্র মোহন গং এবং পরবর্তীতে ক্ষেত্র মোহন গং হতে ২৯৭/১৯৪৬ নং করজারি মামলা মূলে অভয়া চরন সিংহ নিলাম খরিদসূত্রে স্বত্ববান হবার দাবি করেন। বাদীপক্ষ নিলাম সমর্থনে বয়নামা [প্রদর্শনী-৪] ও [প্রদর্শনী-৫] দাখিল করলেও দখল দেওয়ানী না থাকায় উক্ত দুইটি নিলাম অকার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সর্বশেষ নীলাম মূলে অভয়াচরন সিংহ কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন না করায় বাদীর পূর্ববর্তী সীতা সুন্দরী পাতারনী ১১/১১/১৯৫০ ইং সনের কবলা মূলে উক্ত ১২ গন্ডা ভূমিতে কোনরুপ স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি বলে আমি বিবেচনা করি। পরবর্তীতে ১ ও ৫/৬ নং বাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে উক্ত নালিশী দাগের ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১) অপরদিকে নালিশী ৪৩৩ দাগের ১১ শতক ভূমি আর এস রেকর্ডী মথুয়া রাম হতে ১৯৫৭ ইং সনের পাট্টামূলে [প্রদর্শনী-খ] মোহনী পাতারানী খরিদ করেছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে মোহনী পাতারানী হতে [প্রদশর্নী-গ] ও পরবর্তীতে [প্রদশর্নী-গ] মূলে হরিবাঁশী জলদাস, হরিলাল জলদাস ও সমীর গুপ্ত জলদাস খরিদ করেন। বাদীপক্ষ বিবাদীর দাবিকৃত ১৯৫৭ ইং সনের পাট্টা দলিল অবৈধ ও অকার্যকর দাবি করলেও কথিত হস্তান্তরের সত্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। কারন বাদী বিধুরাম জলদাশ ও তৎ স্ত্রী সতীরাম জলদাশ ১৯/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১০৬৫ নং কবলামূলে [প্রদর্শনী-৬] উক্ত হরিলাল জলদাশ ও সমীর গুপ্ত জলদাশ হতে নালিশী ৪৩৩ দাগে ৭.৩৩ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন। উক্ত খরিদের বিষয়টি ইহা প্রমাণ করে যে বাদীপক্ষ কথিত পাট্টা ও পরবর্তী হস্তান্তর সমূহ স্বীকারে উক্ত ৭.৩৩ শতক ভূমি খরিদ করেছেন। সুতরাং কথিত পাট্টা ও পরবর্তী হস্তান্তর সমূহ সঠিক ও শুদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি। তারই ধারাবাহিকতায় ১ নং বিবাদী নবী হোসেন কর্তৃক বি এস রেকর্ডী মতিলাল দাশ গং হতে তর্কিত ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং দলিল [প্রদর্শনী-ক] মূলে ৬.৭৫ শতক সম্পত্তি খরিদের বিষয়টি শুদ্ধ ও আইনত সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। নবী হোসেনের নামীয় নামজারি ১০২৪ নং খতিয়ান উক্ত সম্পত্তিতে তাহার দখল বিদ্যমান থাকার বিয়ষটি প্রমাণ করে। সুতরাং তর্কিত ২৭/০৯/২০০৬ ইং তারিখের ২১৬২ নং দলিল ফেরবী ও অকার্যকর দলিল নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২২) উপরোক্ত আলোচনা হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে বাদীগণ ১৯/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১০৬৫ নং কবলামূলে [প্রদর্শনী-৬] নালিশী ৪৩৩ দাগে সামিল বি এস ১৫১৯ দাগে ৭.৩৩ শতক এবং আর এস $\frac{৪৩৩}{ক\ ৫২৭}$ দাগ সামিল বি এস ১৫১১ দাগে ২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। ১ নং বিবাদী বিধুরাম ও ক্ষেত্রমোহন জলদাশের নামে বি এস খতিয়ানে অতিরিক্ত রেকর্ড হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়। বাদীপক্ষের স্বীকৃতমতে ১ নং বাদী নালিশী ৪৩৩ দাগে ৬ শতক ভূমি ২০/০৫/১৯৮২ ইং তারিখের ৮৮৭৫ নং কবলামুলে ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেছেন। সুতরাং হস্তান্তরিত উক্ত সম্পত্তি বাদে বাদীপক্ষ নালিশী ১৫১৯ দাগে ১.৩৩ শতক এবং ১৫১১ দাগে ২ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় তফসিল বর্নিত ১৮ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৩) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ</u>

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিতমতে ডিক্রী পাবার হকদার নন মর্মে বিবেচনা করি।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১(ক)-১(ঝ)/২-৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।